



2127 - সংক্ষিপ্তে বয়িৰে বুকন, শৰত ও ওলি বা অভভিাবক এৰ ক্ৰত্ৰেৰে প্ৰযোজ্য শৰতসমূহ

প্ৰশ্ন

বয়িৰে বুকন ও শৰত ককি?

প্ৰয়ি উত্তৰ

আলহামদু ললিলাহ।

ইসলামে বয়িৰে বুকন বা খুঁটি তিনিটি:

এক:

বয়িৰে সংঘটিত হওয়ার ক্ৰত্ৰেৰে সমূহ প্ৰতিনিধকতা হতে বৰ-কনে উভয়ে মুক্ত হওয়া। যমেন- বৰ-কনে পৰস্পৰ মোহৰমে হওয়া; ঔৰশগত কাৰণে হোক অথবা দুগ্ধপানৰে কাৰণে হোক। বৰ কাফৰে কনিত্ত কনে মুসলমি হওয়া, ইত্যাদি।

দুই:

ইজাব বা প্ৰস্তাবনা: এটি ময়িৰে অভভিাবক বা তাৰ প্ৰতিনিধিৰি পক্ষ থেকে পশেকৃত প্ৰস্তাবনামূলক বাক্য। যমেন- বৰকনে লক্ষ্য কৰে বলা যতে পাবে “আমি অমুককে তোমাৰ কাছে বয়িৰে দলিাম” অথবা এ ধৰনৰে অন্য কোন কথা।

তনি:

কবুল বা গ্ৰহণ: এটি বৰ বা বৰৰে প্ৰতিনিধিৰি পক্ষ থেকে সম্মতসূচক বাক্য। যমেন- বৰ বলতে পাবনে “আমি গ্ৰহণ কৰলাম” অথবা এ ধৰনৰে অন্য কোন কথা।

বয়িৰে শুদ্ধ হওয়ার শৰতগুলো নমিনৰূপ:

(১) ইশাৰা কৰে দেখিয়ে দয়ো কথিবা নামোল্লখে কৰে সনাক্ত কৰা অথবা গুণাবলী উল্লখে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে বৰ-কনে উভয়কে সুনৰ্দ্দষ্টি কৰে নয়ো।

(২) বৰ-কনে প্ৰত্যেকে একে অপৰৰে প্ৰতি সন্তুষ্ট হওয়া। এৰ দলীল হছে-নবী (সাঃ) বাণী “স্বামীহাৰা নারী (বধিবা অথবা



তালাকপ্রাপ্ত) কে তার সদিধান্ত জানা ছাড়া (অর্থাৎ সদিধান্ত তার কাছ থেকে চাওয়া হবে এবং তাকে পরষিকারভাবে বলতে হবে) বয়ি দেয়া যাবে না এবং কুমারী ময়েকে তার সম্মতি ছাড়া (কথার মাধ্যমে অথবা চুপ থাকার মাধ্যমে) বয়ি দেয়া যাবে না। লোকেরো জিজ্ঞাসে করল,ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! কমন করে তার সম্মতি জানব (যহেতু সে লজ্জা করবে)। তিনি বললনে,চুপ করে থাকাটাই তার সম্মতি।”[সহীহ বুখারী, (৪৭৪১)]

(৩) বয়িরে আকদ (চুক্তি) করানোর দায়িত্ব ময়েরে অভভিবককে পালন করতে হবে। যহেতু আল্লাহ তাআলা বয়ি দেয়ার জন্য অভভিবকদের প্রতি নিরিশেষনা জারী করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা তোমাদের মধ্যে অববাহিত নারী-পুরুষদেরে ববাহ দাও।”[সূরা নুর, ২৪:৩২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে নারী তার অভভিবককে অনুমতি ছাড়া বয়ি করবে তার ববাহ বাতলি, তার ববাহ বাতলি, তার ববাহ বাতলি।”[হাদসিটি তরিমযি (১০২১) ও অন্যান্য গ্রন্থকার কর্তৃক সংকলিত এবং হাদসিটি সহীহ]

(৪) বয়িরে আকদেরে সময় সাক্ষী রাখতে হবে। দলীল হচ্চে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “অভভিবক ও দুইজন সাক্ষী ছাড়া কোন ববাহ নহে।” [তাবারানী কর্তৃক সংকলিত, সহীহ জামে (৭৫৫৮)]।

বয়িরে প্রচারণা নশ্চিত করতে হবে। দলীল হচ্চে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী- “তোমরা বয়িরে বযিট ঘোষণা কর।”[মুসনাদে আহমাদ এবং সহীহ জামে গ্রন্থে হাদসিটিকে ‘হাসান’ বলা হয়ছে (১০৭২)]

বয়িরে অভভিবক হওয়ার জন্য শর্তঃ

১. সুস্থ মস্তষ্ক সম্পন্ন হওয়া।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৩. দাসত্বেরে শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া।

৪.অভভিবককে কনেরে ধর্মেরে অনুসারী হওয়া। সুতরাং কোন অমুসলমি ব্যক্তি মুসলমি নর-নারীর অভভিবক হতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন মুসলমি ব্যক্তি অমুসলমি নর-নারীর অভভিবক হতে পারবে না। তবে অমুসলমি ব্যক্তি অমুসলমি নারীর অভভিবক হতে পারবে, যদিও তাদেরে উভয়রে ধর্ম ভিন্ন হোক না কনে। কিন্তু মুরতাদ ব্যক্তি কারো অভভিবক হতে পারবে না।

৫. আদলে বা ন্যায়বান হওয়া। অর্থাৎ ফাসকে না হওয়া। কিছু কিছু আলমে এ শর্তটি আরোপ করছেন। অন্যরো বাহ্যিক আদালতকে (দ্বীনদারকি) যথেষ্ট ধরছেন। আবার কারো কারো মতে, যাকে তিনি বয়ি দিচ্ছেন তার কল্যাণ বিবেচনা করার মত যোগ্যতা থাকলে চলবে।



৬. পুরুষ হওয়া। দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী- “এক মহিলা আরকে মহিলাকে বয়ে দিতে পারবে না। অথবা মহিলা নিজেকে বয়ে দিতে পারবে না। ব্যভিচারিনী নিজেকে বয়ে দেয়।” [ইবনে মাজাহ (১৭৮২) ও সহীহ জামে (৭২৯৮)।

৭. বুদ্ধিমত্তার পরিপক্কতা থাকা। এটি হচ্ছে বয়েরে ক্ষতেরে সমতা (কুফু) ও অন্যান্য কল্যাণেরে দকি ববিচেনা করতে পারার যোগ্যতা।

ইসলামী আইনবিদগণ অভিভাবকদেরে একটী ক্রমধারা নির্ধারণ করছেন। সুতরাং নকিটবর্তী অভিভাবক থাকতে দূরবর্তী অভিভাবকেরে অভিভাবকত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। নকিটবর্তী অভিভাবক না থাকলে অথবা তার মধ্যে শর্তেরে ঘাটতি থাকলে দূরবর্তী অভিভাবক গ্রহণযোগ্য হবে। নারীর অভিভাবক হচ্ছে- তাঁর পতি। এরপর পতি যাকে দায়িত্ব দিয়ে যান সবে ব্যক্তি। এরপর পতিমহ, যতই উর্দ্ধগামী হোক। এরপর তাঁর সন্তান। এরপর তাঁর সন্তানেরে সন্তানরো, যতই অধস্তন হোক। এরপর তাঁর সহোদর ভাই। এরপর তাঁর বমোত্রয়ে ভাই। এরপর এ দুইশ্রণীরে ভাইয়েরে সন্তানরো। এরপর তাঁর সহোদর শ্রণীরে চাচা। এরপর বমোত্রয়ে শ্রণীরে চাচা। এরপর এ দুইশ্রণীরে চাচারে সন্তানরো। এরপর মীরাছেরে ক্ষতেরে যারা ‘আসাবা’ হয় সবে শ্রণীরে আত্মীয়গণ। এরপর নকিটাত্মীয় থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে আত্মীয়। যার কোন অভিভাবক নহে মুসলমি শাসক অথবা শাসকেরে প্রতিনিধি (যমেন বিচারক) তার অভিভাবক।